গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা | ২২ - ২৮ মে ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কোরবানি সংক্রান্ত ফরমান প্রত্যাহার করা হোক

প্রভাস ঘোষ

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ১৭ মে এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৩ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গো-হত্যা সংক্রান্ত যে নিয়মাবলি জারি করেছে, তাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এর ফলে তাঁরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন, তা কার্যত বন্ধ করে দিতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে আঘাত দিয়েছে এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, তেমনই ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষও এটিকে সমর্থন করতে পারেন না।

আমাদের আশঙ্কা, রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি সামাজিক সম্প্রীতি ও শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। আমরা এই বিজ্ঞপ্তির তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের রেকর্ড কী রকম

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে বিজেপির নেতারা অজস্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এগুলি মূলত হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাল্টা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করা, স্বাস্থ্যসাথীর বিপরীতে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প আনা, নানা ভাতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি।

এ রাজ্যে প্রথম নয়, কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসে এবং দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে বিজেপি সরকার এমনই বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কর্মসংস্থান থেকে আচ্ছে দিন, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও এর পরিণতি কী দেশের মানুষ জানেন। রাজ্যগুলিতে এই সমস্ত প্রতিশ্রুতির নিরিখে তারা কী ভূমিকা পালন করেছেন তার তিনটি রাজ্যের দিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

ওড়িশা

কৃষিক্ষেত্র ঃ দু'বছর আগে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল উৎপাদিত সমস্ত ধান কৃষকদের থেকে সরকার কিনে নেবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হবে ৩১০০ টাকা কুইন্টাল, এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্যের ওপর অতিরিক্ত ৮০০ টাকা প্রতি কুইন্টালে দেওয়া হবে। কিন্তু জেতার পরেই বিজেপির রাজ্য সরকার সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে ধান কেনার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ফলে বহু কৃষকই সরকারকে ধান বিক্রি করতে পারেনি। ধানের দাম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার কথা দিয়েছিল তারা। বাস্তবে যে কৃষকরা সরকারকে ধান বিক্রি করা সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের বিক্রির টাকা পেতেও নানা দপ্তর ও নেতার কাছে দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে।

প্রতিটি ব্লকে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন এবং 'কৃষি সংরক্ষণ কোষ' প্রকল্পে ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি সরকার। বিগত দুটি বছরে এই বিষয়ে কিছুই হয়নি।

সুভদ্রা যোজনা ঃ প্রতিশ্রুতি ছিল, প্রত্যেক

সাতের পাতায় দেখুন

রাজস্থানে গণধর্ষণ ও দুই বোনের আত্মহত্যা

আইনের শাসন কোথায়

রাজস্থানে গণধর্ষণ ও আত্মহত্যার ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজস্থানে দুই বোনের লাগাতার গণধর্ষণ এবং তার পরিণতিতে দুজনেরই আত্মহত্যার যে মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে, দেশ জুড়ে তা প্রবল আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

বড় বোনকে প্রলুব্ধ করে একটি ছেলে তাঁর সাথে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে, তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয় এবং ছেলেটি তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও করে রাখে। তারপর সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আনার ভয় দেখিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে এবং আরও কিছু সাগরেদকে নিয়ে প্রায় চার বছর ধরে লাগাতার মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে যায়। নিস্তারের কোনও পথ না পেয়ে মেয়েটি এই বছরের মার্চ মাসে আত্মহত্যা করেন।

আটের পাতায় দেখুন

৯ বছরে ৮৯টি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস!

কেন্দ্রীয় সরকারকেই পূর্ণ দায় নিতে হবে

নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১৪ মে কলকাতায় যুব বিক্ষোভ। (ডানদিকে) কলেজ স্ট্রিটে এআইডিএসও-র অবরোধ, ১৩ মে।

রাজস্থান, গোয়া, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ। নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিল হবার পর ইতিমধ্যেই চারটি কুঁড়ি অকালে ঝরে গেল। চারটি পরিবার, চার মা-বাবার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে গেল। চিকিৎসক হয়ে এরা হয়তো সমাজে বিরাট দায়িত্বভার পালন করত, বহু মানুষের রোগ-যন্ত্রণা নিরাময় করত। সেই সম্ভাবনার অঙ্কুর বিনষ্ট করার দায় কার? নির্ঘুম রাত, প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা কাটিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসে যে ২৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিল, পরীক্ষা বাতিলের খবর শুনে তাদের কত লক্ষ আবার চূড়ান্ত হতাশা-আতঙ্কের শিকার হয়ে পড়াশোনা থেকে ছিটকে যাবে তার হিসাব কেউ কি রাখছে? রাখে না, তাদের জীবনের আর মূল্য কতটুকু? জীবনের মূল্য তো কেবল দুর্নীতিবাজ, প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রী, আমলা আর কোচিং মাফিয়াদের! নইলে একটা সংস্থা 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি' মাত্র নয় বছর দায়িত্বে থেকে ৮৯ বার বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, সলভার গ্যাং দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানো, পছন্দসই পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন করে দেওয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা থেকে ব্ল্যাংক চেকের বিনিময়ে পরীক্ষার্থী এবং কোচিং সেন্টারগুলিকে সুবিধা করে দেওয়ার মতো নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ মাথায় নিয়েও কী করে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে? কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে এই স্বশাসিত সংস্থাটির দুর্নীতির দায় কি কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর তথা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বর্তায় না?

কী বিচিত্র এই দেশ! ২০২৪ সালে নিট-ইউজি পরীক্ষার মারাত্মক দুর্নীতি, ইউজিসি-নেট পরীক্ষা বাতিলের ঘটনা কে না জানেন? সে দিন জনমতের চাপে এনটিএ-র তৎকালীন কর্ণধার সুবোধ কুমার সিংকে অপসারণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেটা কি দুর্নীতি অবসান করতে চেয়ে? তা হলে সেই সুবোধ কুমার

দুয়ের পাতায় দেখুন

দুধের দাম বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৪ মে বলেন, পরিবহণ ও জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি সহ নানা অজুহাতে ও গুণমান বৃদ্ধির নামে গুজরাটের কোম্পানি আমুল, দুধের দাম এক ধাক্কায় ২ টাকা বাড়িয়েছে। এ রাজ্যের মাদার ডেয়ারিও একই সাথে দুধের দাম ২ টাকা বৃদ্ধি করল। ফলে ইতিমধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির চাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অসুস্থ ও প্রবীণ ব্যক্তিরা আরও অসুবিধার সম্মুখীন হবেন।

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের সম্মতি ছাড়া দুধের কোম্পানিগুলি এমনভাবে দাম বাড়াতে পারত না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছি।

নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁস

একের পাতার পর

সিং ছত্তিশগড় সরকারের মুখ্য সচিব হয়ে গেলেন কী করে? সে বার কোনও তদন্ত কিংবা অপরাধীর শাস্তি হয়নি। তা হলে কি অপরাধীদের আড়াল করতে পারার পুরস্কার পেলেন? কে দিল সেই পুরস্কার? অভয়ার খুন-ধর্ষণের তদন্ত না করা সিবিআই অফিসারকে রাষ্ট্রপতি মেডেল দিতে মনোনীত করেছিল যারা, তারাই দিয়েছে।

এনটিএ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তো আজ প্রথম নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে এবং দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে এনটিএ কী কী করছে তার ফিরিস্তি দেয়। বিধি-নিষেধের নিগড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নাভিশ্বাস ওঠে, ছাত্রীরা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ তোলে। আর স্বচ্ছ ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে সরকার প্রতিবার উৎরে গেলায়। এ বছর নিট-ইউজি পরীক্ষার দিন ছিল ৩মে, রবিবার। ঠিক পরের দিন ছিল পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যখন সন্ত্রাসের আশঙ্কায় বিরাট কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে রাখতে হচ্ছে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হাতে গড়া আর এক নিয়ামক বডি 'ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন' ঘোষণা করল যে ৩ মে, রবিবার, সমস্ত ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভাবে ক্লাস করতে হবে। এ ভাবে নাকি তারা সলভার গ্যাং আটকাবে! ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও সেদিনই বলেছিল, এ ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের হেনস্তা করা যায়, সমস্যা সমাধান করা যায় না। সমাধানের সদিচ্ছা থাকলে, ২০২৪ সালে যখন বহু ছাত্র ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯-র মতো অসম্ভব নম্বর পেল, তার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিত। কিন্তু গোটা দেশের মানুষের তোলা দুর্নীতির অভিযোগ তারা স্বীকার করেনি, গ্রেসমার্ক-কে কাঠগড়ায় তুলে অল্প কয়েকজনের পরীক্ষা নিয়ে দায় এড়িয়েছিল। এ বারেও দেখা গেল, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠতেই এনটিএ ফিরিস্তি দিতে শুরু করল জিপিএস ট্র্যাকড যানে প্রশ্নপত্র পাঠানো, এআই অ্যাসিস্টেড সিসিটিভি মনিটরিং, ফাইভ জি জ্যামার সহ কত উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার তারা করেছে। অর্থাৎ অভিযোগ তারা সরাসরি নস্যাৎ করতে চাইল। কিন্তু দুর্নীতি প্রতিরোধ তো শুধু প্রযুক্তি দিয়ে হয় না। তার জন্য লাগে দায়বদ্ধতা-সদিচ্ছা-সততা, যার কোনওটাই, না এই সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের না তার নেপথ্যের পরিচালক সরকার— কারোরই নেই। এদের দায়বদ্ধতা কেবল কোচিং মাফিয়াদের প্রতি, পাছে দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসে! তাই শুরুতেই অস্বীকার। অথচ, পরের দিনই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল, বাতিল হল নিট-ইউজি পরীক্ষা।

প্রসঙ্গত জানা দরকার, ২০১৩ সালে প্রথম রাজ্যভিত্তিক মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলোকে বাতিল করে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চালুর প্রচেষ্টা হয়। এআইডিএসও-র আন্দোলন, দক্ষিণের রাজ্যগুলির বিরোধিতার ফলে তা আটকে যায়। বিজেপি সরকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে ২০১৬ সাল থেকে পাকাপোক্ত ভাবে নিট-ইউজি চালু করে। তখন অভিযোগ ছিল রাজ্যগুলিতে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি হচ্ছে, আর ছিল 'এক দেশ, এক পরীক্ষা' ধুয়ো। এআইডিএসও তখন বলেছিল, সুবিশাল ভারতে বিভিন্ন প্রান্তের আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্য, শিক্ষাব্যবস্থার মানের তারতম্য বিবেচনা না করে, তাদের সমান মানে উন্নীত করার পদক্ষেপ না নিয়ে একটা পরীক্ষায় বাঁধার চেষ্টা বাস্তবে প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চিত করার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। বিশেষত, যেখানে দুর্নীতি হচ্ছে আইন প্রয়োগ করে, সেখানে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি না দিয়ে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চালু করলেই দুর্নীতি আটকায় না। বরং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আরও বড় বড় দুর্নীতি শুরু হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। এর থেকে সুবিধা যদি কারও হয় তা হবে কোচিং লবিগুলোর। তারা এক সাথে গোটা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোচিং-এর পসরা খুলে বিরাট মুনাফা লাভের সুযোগ পাবে। এই ফুলে-ফেঁপে ওঠা কোচিং ইন্ডাস্ট্রির পসার আরও বাড়ানোর জন্য নানা অশুভ আঁতাতের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে মারাত্মক দুর্নীতির দিকে নিয়ে যাবে। সেদিন এই কোচিং লবিগুলো ছিল উঠতি। বর্তমানে সারা দেশে অন্তত ৫৮ হাজার কোটি টাকার কোচিং ব্যবসা তারা চালাচ্ছে। বাস্তবে তারা দেশের শিক্ষানীতির উপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক দলগুলির ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে মামলায় দেখা গিয়েছিল কোটি কোটি টাকা ইলেক্টোরাল বন্ড দেওয়া কর্পোরেটদের তালিকাতে একাধিক কোচিং প্রতিষ্ঠানের নামও রয়েছে। এই কোচিং মাফিয়াদের সঙ্গে এনটিএ-র মতো সংস্থার যোগসূত্রটা গড়ল কে? সাধারণ বুদ্ধি থেকেই বোঝা যায়, বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রী এবং তাদের মনোনীত আমলারা যারা সংস্থাগুলির মাথা আলো করে আছে, তাদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ ছাড়া বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে পারে না।

এ বছর রাজস্থান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর যে প্রচণ্ড জনরোষ তৈরি হয়েছে, বাস্তবে তার চাপেই তদন্ত শুরু করতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুরু হতেই দেখা গেল, মাত্র যে আট জন ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে রাজস্থানের বিজেপি নেতা দীনেশ বিওয়াল, রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে এনটিএ-র প্রশ্নপত্র তৈরিতে নিযুক্ত পিভি কুলকার্নি। ফলে অভিযোগের সত্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রশ্নটা হল, শুধু কি এটুকুই? নাকি, বর্তমান প্রযুক্তির দুনিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়া প্রশ্নপত্র কেনাবেচার ফাটকাতে যুক্ত কিছু চুনোপুটি কোচিং সেন্টার, মেস মালিক, আয়ুষ ডাক্তার, অসাধু ডাক্তারি ছাত্রকে বলির পাঁঠা করে পার পেয়ে যাবে দুর্নীতিচক্রের রাঘববোয়ালরা? কেন এত বড় অপরাধে বারবার প্রশ্রয় দিয়ে এনটিএ-কেই আবার ২১ জুন পরীক্ষার ভার দেওয়া হবে? এই এক মাস কি আদৌ দুর্নীতি আটকানোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে? নাকি দুর্নীতি যাতে প্রকাশ্যে না আসে, তার বন্দোবস্ত করতেই সচেষ্ট থাকবে শিক্ষা দপ্তর? সর্বোপরি, আবার একটা মোক্ষম চাল দিয়েছে এনটিএ। ঘোষণা করেছে পরের বছর থেকে কম্পিউটার বেসড টেস্ট বা সিবিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে, তবেই নাকি দুর্নীতি কমে যাবে! ঠগের কি আর ছলের অভাব! যে এনটিএ সময়ে পরীক্ষা শুরু করতে না পারায় গ্রেস মার্ক দিতে বাধ্য হয়েছে ২০২৪ সালে তারাই পরের বছরেই ২৩ লক্ষ ছাত্রের সিবিটি পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ফেলবে তা কি বিশ্বাসযোগ্য? আসলে তাদের চেষ্টা প্রথমত, ছাত্র-অভিভাবকদের ক্ষোভের আগুনে জল ঢালা, অন্য দিকে, কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা চালু হওয়ার পর গ্রাম মফঃস্বলের যত্ন নিয়ে পড়ানো শিক্ষকদের গুরুত্ব কমে গেছে। যারা টাকা দিয়ে বড় বড় কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারে তাদের সাফল্যের হার বেড়ে গেছে। সিবিটি হলে কম্পিউটার চালাতে অনভ্যস্ত প্রান্তিক ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হবে আরও বেশি। এখনও পর্যন্ত ছোট ছোট যে কোচিং সেন্টার চলে বা শিক্ষকরা ব্যক্তিগত ভাবে ছাত্রদের পড়ান, পরিকাঠামো তৈরি করতে না পেরে তাঁরাও হারিয়ে যাবেন। অর্থাৎ এই পদক্ষেপও ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে নয়, ওই কোচিং মাফিয়াদের সুবিধার জন্যই নেওয়া হচ্ছে।

জনমানসে প্রচণ্ড হতাশা এবং মানসিক অস্থিরতার মধ্যে যে প্রশ্নটা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে— এই সমস্যার কি কোনও সমাধান নেই? একটা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাতে, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের হাতে পরিচালিত ব্যবস্থায় এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সত্যিই অসম্ভব। তার মধ্যেও খানিকটা সুরাহার যদি কোনও গ্যারান্টি থাকে, তা হল এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সঠিক নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা, যা শাসক নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের বুকে কাঁপন ধরায়। ঘটনাচক্রে দেখা গেল, এই মারাত্মক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতেই দেশের সমস্ত সংগঠন প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এমনকি খোদ শাসক বিজেপির পেটোয়া সংগঠন এবিভিপি-ও। জনগণের সামনে সাধু সাজার যত চেষ্টাই তারা করুক, তাদের নেতারা যে সরাসরি যুক্ত তা তো প্রকাশ হয়ে গেছে। তাদের আসল রূপটা পশ্চিমবঙ্গবাসী আবার দেখে নিয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। যে দিন তারা কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটে লোকদেখানো প্রতিবাদ করছে, একই সময়ে এই দাবিতে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে আন্দোলনরত এআইডিএসও কর্মীদের আক্রমণ করছে, মেয়েদের হেনস্তা করছে বিজেপির গুন্ডারা। কংগ্রেসের যুব সংগঠন আজ যতই আস্ফালন করুক, ২০১৩ সালে তারাই প্রথম কেন্দ্রীয় নিট পরীক্ষা শুরু করেছিল। এমনকি সিপিএম যখন ত্রিপুরা এবং কেরালাতে সরকার পরিচালনা করেছে তারাও নীরবে মেনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার নীতি। আজ তারা আস্ফালন করছে শুধুমাত্র নির্বাচনী স্বার্থে, বিক্ষুব্ধ মানুষকে বিভ্রান্ত করে পক্ষে আনার জন্য। ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের সমস্যা, মানসিক উৎকণ্ঠা নিয়ে কি তারা আদৌ ভাবিত?

এআইডিএসও নিট সহ সমস্ত পরীক্ষাকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা এবং তার পিছনের যে নীল নকশা 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০' তার অসারতা তুলে ধরেছে এবং লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছে গোটা দেশ জুড়ে। দুর্নীতিগ্রস্ত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে সরকারকে প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বচ্ছ তদন্ত করে তার ফল জনসমক্ষে এনে পদমর্যাদা নির্বিশেষে সমস্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে সরকারের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের চূড়ান্ত উৎকণ্ঠা নিরসন করতে হবে। এই দাবিতে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত আন্দোলনে শামিল হতে হবে।

জীবনাবসান

হাওড়া জেলায় এস ইউ সি আই (সি) দলের বালি-বেলুড় অঞ্চলের সংগঠক, জননেতা কমরেড মিলন বসু গত ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে ৭৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অতি অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে তিনি সংসারের হাল ধরতে এবং প্রথাগত শিক্ষার পথ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বন্ধুকমরেড অলক ঘোষের মাধ্যমে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন ও কমরেড কালীপদ করের সাহচর্যে দলের কাজে যুক্ত হন।

পরবর্তী সময়ে দলের নেতৃত্বের পরামর্শে সাংসারিক প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে পুনরায় লেখাপড়া শুরু করেন। সেই সময় বেলুড় লালবাবা কলেজে তিনি একক প্রচেষ্টায় এআইডিএসও-র শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন।

পরিবারে আর্থিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এলাকায় দুটি ক্লাব প্রতিষ্ঠার পিছনে তিনি ছিলেন অন্যতম কারিগর। তাঁর হাতের লেখা ছিল সুন্দর, অসামান্য দক্ষতায় অতি দ্রুত দেওয়াল লিখতে পারতেন। সঙ্গীত ও নাটকের গ্রুপ তৈরি করে পরিচালনা সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন।

মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে প্রশাসনিক দপ্তরে তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন। তাঁকে দিয়ে চিঠি লেখানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে মানুষ তাঁর বাড়িতে আসতেন।

বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। ৮ এপ্রিল সকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিলনী ক্লাব প্রাঙ্গণে মরদেহ নিয়ে আসা হলে শত শত মানুষ তাঁকে শেষবার দেখার জন্য জড়ো হন। মরদেহে মাল্যদান করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়ের পক্ষে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রতিভা নায়ক, দলের জেলা কমিটির সদস্য এআইইউটিইউসি হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড অলক ঘোষ এবং দলের জেলা কমিটি ও বিভিন্ন লোকাল কমিটির নেতৃবৃন্দ, সিপিআইএমের স্থানীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন ক্লাব ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়।

কমরেড মিলন বসুর মৃত্যুতে দল হারাল শ্রমজীবী জনতার একজন কাছের মানুষকে ও বহু গুণসম্পন্ন একজন সংগ্রামী সংগঠক।

কমরেড মিলন বসু লাল সেলাম

বিপ্লবী তত্ত্ব শাস্ত্রবাক্য নয়, প্রকৃত গণসংগ্রামের মধ্য দিয়েই তা চূড়ান্ত রূপ নেয়

রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব কেন সফল হতে পেরেছিল তা দেখাতে গিয়ে লেনিন সর্বহারা শ্রেণির অগ্রণী অংশ হিসাবে তাঁর 'লেফট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার' (১৯২০) রচনায় পার্টির ভূমিকা, কঠোর সর্বহারা বিপ্লবী শৃঙ্খলাপরায়ণতার প্রয়োজনীয়তা, সর্বহারা একনায়কত্বের রাজনৈতিক স্বরূপ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সর্বহারা একনায়কত্ব ও শ্রেণিসংগ্রাম অব্যাহত রাখার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে অমূল্য আলোচনা করেছেন। সংশোধনবাদী ও প্রতিবিপ্লবীরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে কালিমালিপ্ত করা ও মার্ক্সবাদের প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে সর্বহারা একনায়কত্ব, শ্রেণিসংগ্রাম এবং বিপ্লবী শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তাকেই আজ যখন অস্বীকার করছে সেই মুহূর্তে লেনিনের এই শিক্ষা আমাদের বিশেষ ভাবে পথ দেখাবে। রচনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ আমরা প্রকাশ করলাম।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

এ কথা আজ সকলেই উপলব্ধি করছেন যে, আমাদের দলে যদি অত্যন্ত কঠোর এবং প্রকৃতই লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা না থাকত, যদি সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির অকুণ্ঠ ও পূর্ণ সমর্থন আমরা না পেতাম, অর্থাৎ এই শ্রেণির অভ্যন্তরে সৎ, নিষ্ঠাবান, প্রভাবশালী অগ্রণী অংশ, যারা পশ্চাদপদ অংশের শ্রমজীবী মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম, তাদের সমর্থন আমরা না পেতাম, তা হলে আড়াই বছর তো দূরের কথা আড়াই মাসও বলশেভিকরা ক্ষমতা হাতে রাখতে পারত না।

সর্বহারার একনায়কত্ব হচ্ছে, অধিকতর এক শক্তিশালী শত্রু, বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে নূতন শ্রেণি কর্তৃক পরিচালিত সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নির্মম এক সংগ্রাম। কেন না ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর (এমনকি তা একটিমাত্র দেশে হলেও) বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিরোধক্ষমতা দশগুণ বেড়ে যায় এবং তাদের এই ক্ষমতা আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি, তাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের স্থায়িত্ব ও শক্তির মধ্যেই শুধু নয়, অভ্যাসের শক্তি (ফোর্সেস অব হ্যাবিট) এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের শক্তির মধ্যে নিহিত থাকে। অনভিপ্রেত হলেও, গোটা দুনিয়াতেই ক্ষুদ্র উৎপাদন এখনও অত্যন্ত ব্যাপক আকারে চালু রয়েছে এবং এই ক্ষুদ্র উৎপাদন আপন নিয়মেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত, স্বতস্ফূর্তভাবে ব্যাপকাকারে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়ার জন্ম দেয়। এই সব কারণে সর্বহারা একনায়কত্ব অপরিহার্য ও দীর্ঘকালব্যাপী একটা অদম্য, নির্ভীক, মরণপণ সংগ্রাম— যে সংগ্রামে চাই সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা, অটলতা, এক ও অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা— সে সংগ্রাম ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণিকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করা অসম্ভব। আমি আবারও বলি সর্বহারা শ্রেণিকে চূড়ান্ত কেন্দ্রিকতা এবং কঠোর শৃঙ্খলার ভিত্তিতে দাঁড় করানো অপরিহার্য কর্তব্য, যা না হলে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা কোনও মতেই সম্ভব নয়। এই সত্য যারা যুক্তিবিচারের মাধ্যমে বুঝতে পারেননি, বা এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তার সুযোগ যাদের ঘটেনি, এমনকি তাদের সামনেও রাশিয়ায় সর্বহারা একনায়কত্বের বিজয়ের অভিজ্ঞতা তা সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছে।

এই কথাগুলো প্রায়শই বলা হয়। কিন্তু কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ কী? বা কোন পরিস্থিতিতে তা করা সম্ভব হয়েছিল— সে বিষয়ে তেমন ভাবনাচিন্তা করা হয় না। বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির যে ধরনের ইস্পাত-কঠিন শৃঙ্খলা প্রয়োজন, বলশেভিকরা তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল কেন? কী তার কারণ তা যদি আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হত এবং সোভিয়েট ও বলশেভিকদের অভিনন্দন জানানোর সাথে সাথে এসব বিষয়গুলি একটু বেশি করে চর্চা করা হত, তা হলে ভাল হত না কি?

একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে বলশেভিক মতবাদ ১৯০৩ সাল থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত, সমগ্র সময়টা জুড়ে বলশেভিক মতবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই কেবল বোঝা যাবে, সর্বহারা শ্রেণির বিজয়ের জন্য যে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা অবশ্য প্রয়োজন, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও বলশেভিকরা তা গড়ে তুলতে এবং রক্ষা করতে পেরেছিল কী করে।

এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নগুলি দেখা দেয় তা হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় কী করে? কী করে তার কার্যকরিতা যাচাই হয়, কী করে তা আরও লৌহদৃঢ় করে গড়ে তোলা হয়? এ জন্য চাই— প্রথমত সর্বহারা শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর শ্রেণি সচেতনতা, বিপ্লবের প্রতি গভীর আনুগত্য, সহনশীলতা, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন, ব্যাপক অংশের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি তো বটেই, এমনকি তার বাইরে যে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, বলতে গেলে বহুলাংশে তাদেরই একজন হিসাবে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা। তৃতীয়ত প্রয়োজন, অগ্রগামী বাহিনীর সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল, যা ব্যাপক জনগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে সঠিক বলে বুঝতে পেরেছে। এই শর্তগুলি পূরণ করতে না পারলে, বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রকৃতই সর্বহারা শ্রেণির দল হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম এমন একটি পার্টির পক্ষেও, বিপ্লবী শৃঙ্খলা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এই শর্তগুলি পূরণ করতে না পারলে, দলের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা গড়ে তোলার সকল প্রচেষ্টাই চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হতে এবং শেষ পর্যন্ত ফাঁকা বুলি ও তামাশায় পরিণত হতে বাধ্য। অন্য দিকে এই শর্তগুলি একদিনে পূরণ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং বহু মূল্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তা গড়ে ওঠে। সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে তা গড়ে তোলা সহজ হয়। কিন্তু এই সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বটিও আবার শাস্ত্রবাক্য নয়, প্রকৃত গণসংগ্রাম ও বিপ্লবী সংগ্রামের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই সেই তত্ত্ব চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে।

রাশিয়ার মাটিতে কতকগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ দেখা দিয়েছিল বলেই ১৯১৭-২০ সালে বলশেভিকরা অভূতপূর্ব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কঠোর কেন্দ্রিকতা এবং লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ও রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

একদিকে ১৯০৩ সালে মার্ক্সবাদী তত্ত্বের সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর বলশেভিক মতবাদ গড়ে ওঠে। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সমগ্র দুনিয়ার অভিজ্ঞতার নিরিখেই শুধু নয়, বিশেষত রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দোদুল্যমানতা এবং ভুলভ্রান্তি হতাশার অভিজ্ঞতার নিরিখেও নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে যায় যে একমাত্র মার্ক্সবাদী তত্ত্বই হল সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব গত শতাব্দীর চল্লিশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর, চরম প্রতিক্রিয়াশীল বর্বর জারতন্ত্রের নির্মম দমন পীড়ন সত্ত্বেও রাশিয়ার প্রগতিশীল সংগ্রামীরা গভীর আগ্রহ নিয়ে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের সন্ধান করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সব ভাবনাচিন্তা বিপ্লবী তত্ত্বের 'শেষ কথা' বলে প্রচারিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে গভীরতম অধ্যাবসায় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেছে। পঞ্চাশ বছরব্যাপী নজিরবিহীন অত্যাচার সত্ত্বেও অতুলনীয় আত্মত্যাগ, বিপ্লবী শৌর্য, অবিশ্বাস্য উদ্যম, একনিষ্ঠ অনুসন্ধান, অধ্যয়ন, হাতে কলমে কাজ, ব্যর্থতা, যাচাই, এবং ইউরোপের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার নির্যাস গ্রহণ— অর্ধশতাব্দীর এই গভীর আকুতি ও কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে রাশিয়া সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব মার্ক্সবাদের সন্ধান পেয়েছে। জারতন্ত্রের অত্যাচারে বাধ্যতামূলক দেশান্তরগমনের কল্যাণে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার বিপ্লবীরা যে মহামূল্যবান আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল, সংগ্রামের রূপ ও তত্ত্বগত ক্ষেত্রে দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন থেকে যে মূল্যবান শিক্ষা রাশিয়ার বিপ্লবীরা অর্জন করেছিল আর কোনও দেশের বিপ্লবীরা তা পায়নি।

অন্য দিকে এই সুদৃঢ় তত্ত্বগত বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠা বলশেভিকবাদ, তত্ত্বকে হাতেকলমে প্রয়োগের পনের বছরের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার যে অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছে, বিশ্বে তার কোনও দ্বিতীয় নজির ছিল না। কারণ এই পনের বছরে রাশিয়াকে যে বিপ্লবী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, যে ভাবে আন্দোলনের রূপ ও কৌশল অতি দ্রুত ক্রমাগত বদলেছে কখনও আইনি কখনও বেআইনি, কখনও শান্ত কখনও উত্তাল, কখনও গোপন কখনও প্রকাশ্য, কখনও ছোট ছোট আঞ্চলিক গোষ্ঠী নিয়ে কাজ, কখনও বৃহত্তর জনগণকে নিয়ে গণআন্দোলন, কখনও সংসদীয় কখনও সশস্ত্র সংগ্রাম রাশিয়ায় যে ভাবে চলেছে— তেমন অভিজ্ঞতা এমনকি তার কাছাকাছি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও আর কোনও দেশকে যেতে হয়নি।

আধুনিক সমাজের সকল শ্রেণিকে জড়িয়ে সংগ্রামের নানা রূপ, বৈচিত্র্য ও পদ্ধতির এমন এক অপূর্ব সমাহার অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রাশিয়ায় ঘটেছে, যা অন্য কোনও দেশে দেখা যায়নি। রাশিয়ার এই সংগ্রাম দেশের পশ্চাদপদতা ও জারশাসনের অত্যাচারের তীব্রতার ফলে অভাবিত দ্রুততায় পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং সে আমেরিকা ও ইউরোপের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার যথার্থ 'শেষ' কথাটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সফল ভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছে।

সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দলের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চাই— প্রথমত সর্বহারা শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর শ্রেণি সচেতনতা, বিপ্লবের প্রতি গভীর আনুগত্য, সহনশীলতা, আত্মত্যাগ ও বীরত্ব। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন, ব্যাপক অংশের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণি তো বটেই, এমনকি তার বাইরে যে ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, বলতে গেলে বহুলাংশে তাদেরই একজন হিসাবে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা। তৃতীয়ত প্রয়োজন, অগ্রগামী বাহিনীর সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল, যা ব্যাপক জনগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে সঠিক বলে বুঝতে পেরেছে। এই শর্তগুলি পূরণ করতে না পারলে, বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রকৃতই সর্বহারা শ্রেণির দল হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম এমন একটি পার্টির পক্ষেও, বিপ্লবী শৃঙ্খলা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

মেরিগঞ্জ ১, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাস, লেনিন মূর্তিতে হামলা, নিট-এর প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে মিছিল ও সভা

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে কোথাও লেনিনের মূর্তি, কোথাও সিদো-কানহুর মূর্তি ভাঙার ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। ৯ মে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় দুষ্কৃতীরা লেনিনের মূর্তি ভেঙে তাতে বিজেপির পতাকা জড়িয়ে দেয়। ইতিপূর্বে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জেও লেনিনের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১০ মে মেদিনীপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী সহ অন্যান্যরা।

মূর্তি ভাঙা এবং রাজ্য জুড়ে হিংসা সন্ত্রাস খুন রাহাজানি বন্ধেপ্রশাসনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসে যুক্তদের শাস্তির দাবিতে ১৩ মে তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল সংগঠিত করে এস ইউ সি আই (সি)। নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সাথে বলেন, সম্প্রতি বনগাঁয় কৃষক আন্দোলনের স্মারক ভাঙা হয়েছে, যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ঘটনা। এই হামলার তীব্র নিন্দা করেন তাঁরা।

মেদিনীপুর শহর, পশ্চিম মেদিনীপুর

ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

২৭ লক্ষ নাগরিককে অবিলম্বে ভোটাধিকার দেওয়ার দাবিতে

প্রধান বিচারপতিকে চিঠি এআইকেকেএমএস-এর

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া ২৭ লক্ষ নাগরিকের ভোটাধিকার দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর ঘোষ ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে ১১ মে একটি চিঠি পাঠান।

চিঠিতে তিনি বলেন, ২৭ লক্ষ ভোটারকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে নির্বাচন শেষ করার ঘটনায় গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ বিস্মিত। প্রধান বিচারপতির তৈরি করা ট্রাইবুনালে যে গতিতে কাজ হচ্ছে, তাতে ২৭ লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি করতে একশো বছরেরও বেশি সময় লাগবে। আমরা জানি, বিলম্বিত বিচার অবিচারের নামান্তর। এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ট্রাইবুনালের অন্যতম বিচারক কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে এই বিপুল সংখ্যক নাগরিক আগামী দিনগুলিতে শুধু ভোট দিতে পারবেন না তাই নয়, বাস্তবে সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন।

এই অবস্থায় তাঁর দাবি, এমন ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে সমস্ত নাগরিক অবিলম্বে ভোটাধিকার ফিরে পান।

আসানসোলে কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা

মুনাফার স্বার্থে নিরাপত্তা চরম উপেক্ষিত

১৪ মে সকাল ১০ টায় আসানসোল ই সি এলের কুনোস্তোরিয়া এলাকায় পরাশিয়ার ভূগর্ভস্থ কয়লা খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, সকালের শিফটে কর্মরত অবস্থায় ভয়াবহ এয়ার ব্লাস্টে এখনও পর্যন্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪০ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, কোলিয়ারিগুলিতে শ্রমিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি আজ সবচাইতে বেশি উপেক্ষিত। মুনাফার স্বার্থে খনির রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তাকে তারা কোনও গুরুত্বই দেয় না। ঘটনায় জানা গেছে আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঠিকা শ্রমিক। অশোক দাস দাবি করেন, অবিলম্বে খনিতে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আহতদের আধুনিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে ও আহতদের ২০ লক্ষ টাকা এবং নিহতের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ তাঁদের পরিবারের একজনকে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে।

তিলজলায় শ্রমিক মৃত্যুতে দোষীদের শাস্তি দাবি

১৩ মে তিলজলায় চামড়া কারখানায় আগুন লেগে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, তিন জন শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল এই ধরনের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সামান্যতমও ছিল না। বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা এমন কারখানায় কাজ করেন। সেখানে আগুন নেভানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য দাবি করছি। সাথে সাথে দাবি করছি, মৃতদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ২০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এআইডিএসও-র ওপর বিজেপির হামলা

নিট দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিট-ইউজি-র দুর্নীতির বিরুদ্ধে নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজে আন্দোলনরত এআইডিএসও কর্মী-সমর্থকদের উপর বিজেপির গুণ্ডাদের আক্রমণকে ধিক্কার জানিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় ১৪ মে এক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশ্ন ফাঁসে নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় ২৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বারবার প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে এবং দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অনিয়মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এনটিএ বাতিল ও স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হতেই নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত এআইডিএসও কর্মী-সমর্থকদের উপর আক্রমণ করে বিজেপি গুণ্ডাবাহিনী। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আক্রমণকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়।

তিনি বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় বহুদিন আগে থেকে ওঠা নিট-ইউজি দুর্নীতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের রাঘব-বোয়ালদের যোগসাজশের অভিযোগ প্রমাণিত হল। অন্য দিকে এই ঘটনা দেখাচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জনমতকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এলেও নতুন সরকারও আসলে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দিতে চায়।

এআইডিএসও অবিলম্বে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং এনটিএ বাতিলের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, বিবৃতিতে শাসক দলের সন্ত্রাস ও দখলদারি রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়েছে।

সিদো-কানহুর মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারিতে ভাঙা হল সিদো-কানহুর মূর্তি। ৯ মে সরকার গঠনের পরই গাঙুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই মূর্তিটি ভাঙা হয় রাতের অন্ধকারে। প্রায় ১৭০ বছর আগে সিদো-কানহু এ দেশে জোতদার-জমিদার-মহাজন-আড়কাঠি-ঠিকাদার চক্রের শোষণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিলেন। সাঁওতাল গণসংগ্রাম 'হুল'-এর অবিসংবাদিত এই দুই নেতার মূর্তি ভাঙার মতো নিকৃষ্ট কাজের তীব্র নিন্দা করেছেন 'অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি পরিমল হাঁসদা।

তিনি বলেন— সিদো-কানহু শুধু সাঁওতাল বা আদিবাসী সমাজের নয়, তাঁরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত তথা মুক্তিকামী জনগণের প্রতিনিধি। এ ভাবে তাঁদের সংগ্রাম ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি দাবি করেন, সরকারের পক্ষ থেকে সিদো-কানহুর মূর্তি পুনর্নির্মাণ করতে হবে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ভবিষ্যতে আর যাতে এ সব হীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, প্রশাসনের কাছে সেই দাবি জানান তিনি।

বিজেপি সরকারের জনদরদের নমুনা

ভোট শেষ হতেই তেলের দামবৃদ্ধি

এপ্রিলেই শেষ হয়েছে দেশের চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোট পর্ব। দিন গুজরানে হয়রান জনসাধারণ ভোট মিটতেই খবর পেলেন বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এক ধাক্কায় নজিরবিহীন ভাবে বেড়ে গেছে ৯৯৪ টাকা। কয়েকদিন পরেই বাড়ল দুধের দাম, তেলের দাম। কলকাতায় প্রতি লিটারে পেট্রলের দাম বাড়ল ৩.২৯ টাকা, ডিজেলের ৩.০৮ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত মোদি সরকার দাবি করে আসছিল, মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তাঁরা পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জের থাকলেও জ্বালানির দাম বাড়াচ্ছেন না। তা হলে ভোট মিটতেই দাম বৃদ্ধিতেই কি মানুষের স্বার্থ রক্ষা হল! কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী বললেন 'আমি বলছি না তেলের দাম বাড়বে না, তবে তার সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই।' তিনি আসলে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা ভোট বৈতরণী পার হয়ে গেছেন, আর তাঁদের দাম বাড়াতে অসুবিধা নেই।

বেশ কয়েক দিন ধরে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষকে দেশের স্বার্থে কৃচ্ছসাধন করে জ্বালানি সাশ্রয়ের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দাম বাড়লে মানুষ জ্বালানি ব্যবহারে সংযত হবেন, ফলে জ্বালানির সাশ্রয় ঘটবে— এমন যুক্তিও শোনা যাচ্ছিল। আসল কথা, দাম বৃদ্ধির পক্ষে সুকৌশলে একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করা। এখন প্রশ্ন, যাঁরা কৃচ্ছসাধনের উপদেশ দিচ্ছেন তাঁরা কেন এর সব দায় শুধু জনসাধারণের উপরেই চাপিয়ে দিচ্ছেন? পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যদি জ্বালানি সংকট ঘটেই থাকে, তবে তা তো হঠাৎ একদিনে ঘটেনি। তা হলে এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীরা কেমন করে দিল্লি থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারলেন? মানুষ জানেন, বাংলার মসনদ দখল করতে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপির প্রথম সারির প্রায় সমস্ত নেতাই ঘনঘন উড়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। এতে জ্বালানির অপ্রয়োজনীয় খরচ হয়নি? এ ক্ষেত্রে তাঁরা কৃচ্ছসাধনের কথা ভাবলেন না কেন? ভাবলেন না, কারণ ভোট বড় বালাই। ভোট পরবর্তী সময়ে মন্ত্রীরা তাঁদের কনভয়ে সামান্য কিছু গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে, দু-একটা সফর বাতিল করে নাকি 'কৃচ্ছসাধনের উদাহরণ' তৈরি করছেন। প্রশ্ন উঠছে, যদি কম গাড়ি নিয়েই মন্ত্রীদের যাতায়াত করা সম্ভব হয়, তবে এত দিন এক একজন মন্ত্রীর জন্য এতগুলো করে গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে কেন? মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কদের বিপুল ভাতা, সুবিধা, সাংসদ ক্যান্টিনে নামমাত্র দামে খাবার— এ সব কাটছাঁট হবে বলে তো শোনা যায়নি! তা হলে যে সাধারণ মানুষ জীবনযাপন করতে গিয়ে ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর সংস্থান করে উঠতেই হিমশিম খাচ্ছেন, তাঁদের কৃচ্ছসাধনের উপদেশ দেওয়া প্রহসন নয় কি?

পেট্রলিয়াম মন্ত্রী এবং রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর দুজনেই জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ না থামলে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রশ্ন হল, যুদ্ধ পরিস্থিতি যখন তৈরি হয়নি, তখন কি সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট ছিল? অভিজ্ঞতা বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলে কি ভারতে তা কমে? কখনই নয়। বরং বিশ্ববাজারে দাম কমলে ভারত সরকার দেশে তেলের ওপর বাড়তি কর বসিয়ে লক্ষ কোটি টাকা কামিয়ে নেয়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল, এখন দাম কমানো হচ্ছে না, যাতে পরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লেও ভারতে দাম বাড়াতে না হয়। সেই প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল! ২০১৪ থেকে ২০২০ পেট্রল-ডিজেলে সরকারের কর বেড়েছে ৩০০ শতাংশ (হিন্দুস্তান টাইমস, ২২ মার্চ, ২০২১)। ২০২১-এ কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে তেলের ওপর ট্যাক্স আদায় করেছে ৬৩ শতাংশ (দ্য হিন্দু ডট কম, ৩১ মে,২০২১)। লকডাউনের সময় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তলানিতে নেমে গিয়েছিল। সে সময় স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভের নামে বিপুল পরিমাণ তেল ভারত কম দামে মজুত করেছিল। কিন্তু তার কোনও সুবিধাই জনসাধারণ পাননি। পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক বাজারে সামান্য দাম বাড়লে, এমনকি না বাড়লেও, হয় কথায় নয় কথায় ভারতে বেড়েছে তেলের দাম। এতে লাভবান হয়েছে কারা? আইওসি, ওএনজিসির মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং রিলায়েন্স, নায়ারা এনার্জির মতো কর্পোরেট মালিকরা।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির মাসে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা বা দিনে এক হাজার কোটি টাকার 'কম আয়' হচ্ছে, যা মোদি সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। শব্দটা খেয়াল করা দরকার— 'লোকসান' নয়, 'কম আয়'। আর একটু গভীরে দেখা যাক। ভারত তেল আমদানি করে থাকে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ থেকে। ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারত মূলত তেল আমদানির ক্ষেত্রে নির্ভর করত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপর। ২০২২ থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ভারতের সবচেয়ে বড় আমদানির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর পর আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলি রাশিয়ার ওপর একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করে। বাজারের ওপর দখল রাখতে রাশিয়া তখন সস্তায় এবং বাড়তি ছাড়ে তেল বিক্রি শুরু করে। সেই সস্তা তেল আমদানিতে ভারতের অনেক সাশ্রয় হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় ব্যারেল প্রতি প্রায় ১৩ ডলার পর্যন্ত কম দামে ভারত তেল কিনেছে। পরিসংখ্যান বলছে এই সময়ে ভারতের সাশ্রয়ের পরিমাণ ১৬৩১ কোটি ডলারেরও বেশি। এই সাশ্রয়ের কী সুবিধা জনসাধারণ ভোগ করেছেন তা একবার দেখে নেওয়া যাক।

আগের থেকে অনেক কম দামে বিশ্ববাজারে তেল কিনলেও ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ২০২৪-এর মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের বাজারে আগের মতোই চড়া দাম সরকার বজায় রেখেছে। লোকসভা নির্বাচনের একদম প্রাক্কালে ২০২৪-এর মার্চে পেট্রল-ডিজেলের দাম সামান্য কমানো হয়। এতে কি তেল কোম্পানিগুলির কোনও ক্ষতি হয়েছে? এই সময়ে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে সরকারি সংস্থা ওএনজিসি-র মুনাফা ৪৭ হাজার ৫০০ থেকে ৪৮ হাজার কোটি টাকার মধ্যে স্থিতিশীল ছিল। আইওসিএল-এর বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি থেকে ১৪

আটের পাতায় দেখুন

আয়ুষ্মান ভারত ও স্বাস্থ্যসাথী দুটোই বিমানির্ভর

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলি থেকে নির্বাচিত কিছু মানুষ বছরে পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে পাবেন। ইতিপূর্বে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সব মানুষের জন্যই এই পরিষেবা চালু ছিল। রাজ্য সরকারের ঘোষণা, আপাতত স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পও চালু থাকছে। সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম এক বিবৃতিতে বলেছে, স্বাস্থ্যসাথী কিংবা আয়ুষ্মান ভারত দুটোই বিমানির্ভর প্রকল্প, যা কখনওই মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার বা বিনামূল্যে চিকিৎসার বিকল্প হতে পারে না। এই সব বিমা নির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারের একটা মোটা অংকের টাকা বিমা কোম্পানির, থার্ড পার্টি ও নার্সিংহোমগুলোতে চালান হয়ে যায়। ফলে সরকারি বাজেটের একটা বিরাট অংশ এইভাবে মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার বদলে ওইসব বিমা কোম্পানি পেয়ে যায়।

বন্যা প্রতিরোধের দাবিতে করিমগঞ্জে বিক্ষোভ

বর্ষায় বন্যা প্রতিরোধে উপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং বেহাল রাস্তাঘাটের দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবিতে ১৬ মে আসামে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা সদরে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। এ দিন নেতাজি মূর্তি থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে করিমগঞ্জ জেলাশাসক কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অবিলম্বে করিমগঞ্জ শহরের বেহাল প্রধান রাস্তার সংস্কার, উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বন্যা প্রতিরোধে স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইত্যাদি দাবিতে প্রতিবাদী স্লোগানে রাজপথ এবং করিমগঞ্জ জেলাশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।

দলের করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য অরুণাংশু ভট্টাচার্য বলেন, ১৫ মে একদিনের বৃষ্টির ফলে করিমগঞ্জ শহরের প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চল জলমগ্ন হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ অভাবনীয় দুর্ভোগ এবং দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছেন। একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, আজকের অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এই রাস্তা নির্মাণ এবং উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। অথচ এ ক্ষেত্রে সরকার তথা প্রশাসনের চরম অবহেলা এবং উদাসীনতা আজ চরমে উঠেছে। জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকপত্র দেওয়া হয়। এর প্রতিলিপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও পাঠানো হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অরুণাংশু ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির সদস্য প্রোজ্জ্বল দেব প্রমুখ।

মেয়েরা কত বিপন্ন
আবার দেখা গেল হায়দরাবাদে

একটা ছোট খবর হয়ত কেউ দেখেছেন, আবার অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। হায়দরাবাদ পুলিশ তাদের এক মহিলা আইপিএস অফিসার বি সুমতিকে সামনে রেখে একটি অভিনব অপারেশন চালায়। শহরের এক জনশূন্য বাসস্ট্যান্ডে সাধারণ পোশাক পরে, হাতে একটা সাধারণ ব্যাগ নিয়ে রাত সাড়ে বারোটা থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন সুমতি।

সেই তিন ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ জন পুরুষ তাঁকে উত্যক্ত করতে এগিয়ে আসে। কেউ মদ্যপ অবস্থায় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে, কেউ কুপ্রস্তাব দেয়। দূর থেকে নজর রাখা সাদা পোশাকের পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এই 'রিয়েলিটি চেক' দেখিয়ে দিয়ে গেল নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরকারি প্রচার কত ফাঁকা।

হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানার রাজধানী, দেশের একটি মেগা-সিটি। সেখানেই যদি নারী নিরাপত্তার এই হাল হয়, তাহলে দেশের ছোট শহরগুলিতে বা গ্রামাঞ্চলে, বা হাইওয়েতে পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর সহজে অনুমেয়। দেশ জুড়ে আজ নির্যাতিত নারীর হাহাকার। প্রতি ঘণ্টায় ৫১ জন নারী নির্যাতিত হন ভারতে। অতি সম্প্রতি, বিহারের গয়া-পাটনা রুটে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে এক যুবতীকে পাশের জঙ্গলে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করে পাঁচ দুষ্কৃতী।

বিহারেই প্রকাশ্যে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করে কিছু দুর্বৃত্ত। সেই ভিডিও দেখে শিউরে উঠেছেন অনেকে। দেশের ও রাজ্যের সরকারগুলির নেতা-মন্ত্রীদের হুঙ্কার সত্ত্বেও এটাই বাস্তব অবস্থা। যতদিন না মদ-মাদক দ্রব্য-জুয়া-সাট্টা নোংরা সিনেমা-অশ্লীল বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বন্ধ করা হচ্ছে, দুষ্কৃতীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দান নিষিদ্ধকরা হচ্ছে, ততদিন এই নির্মম চিত্র সমাজকে দেখতে হবে। মধ্যযুগের হারুন-অল-রশিদের মতো মধ্যরাতে ছদ্মবেশে শহর পরিদর্শন করা, বা জাহাঙ্গিরের 'ন্যায়ের শিকলে' টান দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো অভিনবত্ব দিয়ে পুলিশ-প্রশাসন যতই চমক দিন না কেন।

পাঠকের মতামত

আদর্শের সংকট, নাকি ভোটের রাজনীতি?

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন বিধায়কদের শপথ গ্রহণ পর্বে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনায় এসেছে। দীর্ঘদিনের আদর্শগত অবস্থানের জন্য পরিচিত বামপন্থী রাজনীতির প্রতিনিধিরাও আজ এমন কিছু প্রতীকী আচরণ করছেন, যা বহু সাধারণ সমর্থক ও কর্মীর মনে প্রশ্ন তুলছে। সিপিএম-এর নবনির্বাচিত বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান শপথ নিলেন ঈশ্বরের নামে। যদিও সংবিধান অনুযায়ী (ঈশ্বরের নামে অথবা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে) দুই ধরনের শপথের সুযোগই রয়েছে। অতীতে অধিকাংশ বামপন্থী প্রতিনিধি সচেতন ভাবেই দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছেন। কারণ, মার্ক্সবাদ কেবল একটি রাজনৈতিক মতবাদ নয়, এটি যুক্তিবিজ্ঞান, বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার উপর দাঁড়ানো একটি দর্শন।

তাই প্রশ্ন উঠছে, এ কি নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, নাকি রাজনৈতিক বার্তা?

আরও প্রশ্ন জাগে, যখন দেখা যায় নির্বাচনের আগে কোনও বামপন্থী নেতা ক্যামেরা ও সাংবাদিকদের সামনে মন্দিরে পুজা দিয়ে প্রচার শুরু করছেন, কেউ যাচ্ছেন মতুয়া মন্দিরে, কেউ তারাপীঠে। ব্যক্তিগত ভাবে কেউ ধর্মবিশ্বাসী হতেই পারেন। ভারতীয় সংবিধান সেই অধিকার দেয়। কিন্তু যখন সেই বিশ্বাসকে সচেতন রাজনৈতিক প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয়, তখন তা আর নিছক ব্যক্তিগত থাকে না। তখন সেটি হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সংকেত।

এখানেই মূল সংকট।

বামপন্থী রাজনীতির ঐতিহাসিক শক্তি ছিল মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তুলে শ্রেণিচেতনার রাজনীতিতে সংগঠিত করা। শ্রমিক, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখানো। সেই রাজনীতিই যদি আজ ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর পথ অনুসরণ করতে শুরু করে, তা হলে সাধারণ মানুষ পার্থক্য কোথায় দেখবে?

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় মেরুকরণকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের মোকাবিলার পথ কি তবে সেই একই প্রতীকের প্রতিযোগিতা? ইতিহাস কিন্তু বলে, মৌলবাদকে তারই ভাষায় হারানো যায় না। বরং তাতে মৌলবাদের জমিই আরও শক্ত হয়।

বামপন্থীরা যখন ধর্মীয় প্রতীকের আশ্রয় নেয়, তখন তারা ভোটের সমীকরণে হয়তো সাময়িকভাবে কিছু সুবিধা পেতে পারে। কিন্তু আদর্শগত জমি হারায়। কারণ মানুষ তখন ভাবে সবাই তো একই। এই সবাই একই ধারণাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে।

যে কর্মী একসময় গ্রামে গ্রামে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন, তিনি আজ বিভ্রান্ত হন। কারণ তিনি দেখছেন, যে দল একদিন ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলত, তারাই আজ প্রকাশ্য ধর্মীয় প্রতীকের রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে।

এ সংকট কেবল একটি শপথ বা একটি মন্দির সফরের নয়। এটি আদর্শ বনাম নির্বাচনী লড়াইতে সুবিধাবাদী হিসাবে জেতার তাগিদের দ্বন্দ্ব।

নিশ্চয়ই রাজনীতি বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবতার নামে যদি আদর্শ ক্রমাগত আপসের শিকার হয়, তা হলে এক সময় সংগঠনের অস্তিত্ব থাকলেও তার প্রাণ হারিয়ে যায়। তখন মার্ক্সবাদ কেবল বইয়ের পাতায় থাকে, বাস্তবে জায়গা নেয় ভক্তিবাদ।

ইতিহাস সাক্ষী, আদর্শহীন কৌশল সাময়িক সাফল্য আনতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কোনও মুক্তির পথ দেখাতে পারে না।

সুজিত পাত্র
পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

চাই সঠিক পদক্ষেপ

একজন নাগরিক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে চাই, যুদ্ধের পরিস্থিতি আগে থেকে বিবেচনা করে তেলের স্টক রাখা যেত। সিজিএসটি, এসজিএসটি কমিয়ে তেলের দাম কমানো যায়। সঠিক বিদেশ নীতি থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার হাল এ রকম হত না এবং বন্ধু দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকত। পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। যদিও, সরকার দাম নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রতিশ্রুতি আগেও দেয়নি এবং বর্তমানেও দিচ্ছে না। অন্তত কালোবাজারি কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হোক। যাতে কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পায়, সেই দিকটা খেয়াল রাখা হোক। কৃষকরা তাদের ফসল ফেলে দিচ্ছে দাম না পেয়ে অথচ মানুষ বাজারে গিয়ে অনেক দাম দিয়ে সবজি কিনছে। রাজ্যে পূর্বতন সরকারের চোর, ক্রিমিনালদের অবশ্যই জেলে ঢোকানো হোক এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু তার পাশাপাশি কতগুলো স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা দরকার। ভেবে দেখতে হবে, যেন, 'দাবাং' পদক্ষেপের আড়ালে সত্যিকারের উন্নয়ন হারিয়ে না যায়।

গৌতম দাস, মালদা

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেলেদুর্গানগর অঞ্চলে উত্তর বেলে গ্রামের বাসিন্দা দলের প্রবীণ ও আমৃত্যু দৃঢ় সমর্থক কমরেড মুরারি নস্কর ২৩ এপ্রিল প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর জন্ম অত্যন্ত গরিব কৃষক পরিবারে। তখন জমিদারদের দাপট ছিল প্রবল। অন্যের জমিতে অত্যন্ত স্বল্প মজুরিতে দিনমজুরি করাটাই ছিল অর্থ উপার্জনের একমাত্র পথ। সেই অপরিসীম অভাব অনটনের মধ্যে কিশোর বয়সে মুরারি নস্কর দল পরিচালিত মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে যুক্ত হন। সেই আন্দোলন সাময়িক জয়লাভ করে। একই সাথে এলাকায় দল পরিচালিত স্কুল স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের একাধিক আন্দোলনে তিনি যুক্ত হন। আন্দোলনের আদর্শ ও নেতাদের নিঃস্বার্থ উন্নত চরিত্র তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী সময়ে দলের উপর মালিক শ্রেণির মদতপুষ্ট— প্রথম দিকে কংগ্রেস পরে সিপিএমের আক্রমণে বহু নেতাকর্মী খুন হয়ে যান। এতে দলের শক্তি খানিকটা দুর্বল হলেও সেই সময়ে তিনি দলের পাশে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছেন।

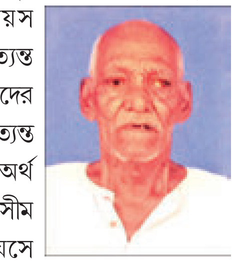

দল ও নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অটুট। প্রত্যেক সংখ্যার গণদাবী তিনি খোঁজ করে সংগ্রহ করতেন, পড়তেন এবং তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ সমর্থককে হারাল।

কমরেড মুরারি নস্কর লাল সেলাম

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির হামলার প্রতিবাদে ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দাবিতে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল। ১৩ মে

শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড প্রতিরোধ করার আহ্বান এ আই ইউ টি ইউ সি-র

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার একতরফা ভাবে শ্রমিক-বিরোধী শ্রম কোডের নিয়মগুলি কার্যকর করার আদেশ জারি করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১০ মে এক বিবৃতিতে বলেন—

দেশ জুড়ে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার ৮ মে মজুরি কোড (২০১৯), সামাজিক নিরাপত্তা কোড (২০২০), শিল্প সম্পর্ক কোড (২০২০) এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের শর্তাবলি সংক্রান্ত কোড চালু করার চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে। এআইইউটিইউসি এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছে।

শ্রম কোড চালুর আগে সরকার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে কোনও কার্যকরী অলোচনা করেনি, ভারতীয় শ্রম সম্মেলনও ডাকেনি। তাদের এই একতরফা পদক্ষেপ একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক নিয়মের ওপর সরাসরি আঘাত, একই সাথে তা আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড চুক্তির চূড়ান্ত লংঘন। প্রসঙ্গত, ভারত এই চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজ পরিবেশ তৈরির নামে এই কোডগুলিতে, শ্রমজীবী মানুষের জীবনের চেয়ে একচেটিয়া মালিকদের মুনাফাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

১৫০ বছরের ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শ্রমিকরা যে সমস্ত বিধিসম্মত অধিকার অর্জন করেছিলেন এই শ্রমকোড তা বাতিল করে ভারতীয় শ্রমিকদের কার্যত ঔপনিবেশিক শোষণের আমলে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইউনিয়ন নথিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে আরও কঠিন করা, নিয়োগকর্তাদের আইন লংঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপকে অপরাধ বলে দাগিয়ে দেওয়া এবং ধর্মঘটের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়ার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা।

এতে সীমিত মেয়াদের কাজ এবং সীমাহীন শ্রম-সময়কেই স্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে, যা চাকরি ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার ভিত্তিটিকেই হুমকির মুখে ফেলেছে। সামগ্রিক হারে ন্যূনতম মজুরির বদলে 'ফ্লোর লেভেল ন্যূনতম মজুরি' এবং ক্ষেত্র অনুসারে যে নির্দিষ্ট সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার বাধ্যবাধকতা আজও আছে তা ভেঙে দিয়ে সরকার অসংগঠিত ও সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতি নিজের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে। এতদিন ধরে চালু থাকা নজরদারির ব্যবস্থা এই কোডগুলির মাধ্যমে বাতিল করার মাধ্যমে কর্মচারীদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আইন ভঙ্গকারী মালিকদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক, ব্যাপক সর্বভারতীয় ধর্মঘট সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই কোডগুলি প্রত্যাহার না করার একগুঁয়েমি দেখিয়ে যাচ্ছে।

এ আই ইউ টি ইউ সি দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করছে যে, সংগ্রাম তীব্রতর করা ছাড়া আর আমাদের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই। শ্রমিক শ্রেণির কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এই নির্মম শ্রম কোডগুলি চালু করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলুন। শ্রমিক-বিরোধী, অসাংবিধানিক এবং অমানবিক এই কোড সম্পূর্ণরূপে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের রেকর্ড

একের পাতার পর

মহিলাকে ৫০ হাজার টাকার ক্যাশ ভাউচার দেওয়া হবে। দু'বছরের মধ্যে তা ভাঙানো যাবে। কিন্তু জেতার পরেই বিজেপি সরকার সুবিধা প্রাপক তালিকা থেকে বিরাট সংখ্যায় মহিলাদের নাম কেটে দিয়েছে। তার পরেও দুটি কিস্তিতে বছরে মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়েছে।

কর্মসংস্থান ঃ বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল সরকারি চাকরিতে ২.১৫ লক্ষ খালি পদ পূরণ করা হবে। প্রথম দুই বছরে ৬৫ হাজার সরকারি চাকরি হবে। কিন্তু এই দু বছরে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ১০ বার সরকারি চাকরির নানা পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। নিয়োগ তো অনেক পরের বিষয়।

সামাজিক সুরক্ষা ঃ বার্ধক্য ভাতা বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও গত দুই বছরে এক টাকাও বাড়েনি।

বিদ্যুৎ ঃ ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম মকুব করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিজেপি সরকার ভোটের পর ভুলেই গেছে।

চিট ফান্ড ঃ ক্ষমতায় বসার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অর্ডিন্যান্স এনে চিট ফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি গত দু'বছরে তারা আর উচ্চারণ করেনি।

ওড়িয়া অস্মিতা ঃ নির্বাচনে জিতে তথাকথিত 'ওড়িয়া অস্মিতা'য় সুড়সুড়ি দিয়ে বিপুল কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু গত দু-বছরে ওড়িয়া ভাষা বা রাজ্যের ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষার কোনও পদক্ষেপই নেয়নি।

ত্রিপুরা

কর্মসংস্থান ঃ বিগত সিপিএম সরকারের আমলে চাকরিচ্যুত ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের পুনর্নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি ২০১৮-র নির্বাচনে। কিন্তু আজও তা পূরণ করেনি। মিসড কল দিলেই চাকরি, বিপুল কর্মসংস্থান, কোনও প্রতিশ্রুতিই পূরিত হয়নি।

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা ঃ বিজেপি শাসনে নেশা, বিশেষত ড্রাগ আসক্তি বেড়েছে। এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যায় ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বোচ্চ স্থানে আছে।

শিক্ষা ঃ ১২৫টি পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলা মাধ্যম স্কুলকে বিদ্যা জ্যোতি স্কিমে ইংরেজি মাধ্যমে পরিণত করে সিবিএসই-র হাতে তুলে দিয়েছে বিজেপি সরকার। কিন্তু পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি হয়নি।

মধ্যপ্রদেশ

লাডলি বহিন যোজনা ঃ এই ক্ষেত্রে বিজেপি ১২৫০ টাকা থেকে মহিলাদের ভাতা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করেছে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

৪৫০ টাকায় গ্যাস ঃ লাডলি বহিন যোজনা ও উজ্জ্বলা যোজনা প্রাপকদের ৪৫০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বিজেপি সরকার সরাসরি এই দামে দেয়নি। ভর্তুকি আকারে ব্যাঙ্কে টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ এই প্রকল্পে গ্যাসের সরবরাহ অত্যন্ত কম। এই গ্রাহকরা বহু দেরিতে গ্যাস পান। ভর্তুকিও সব সময় মেলে না। ফলে এই প্রতিশ্রুতি আংশিক পালিত হয়েছে মাত্র।

কৃষি ঃ গমে ২৭০০ টাকা কুইন্টাল ও ধানে ৩১০০ টাকা কুইন্টাল এমএসপি-র কথা বললেও বিজেপি সরকার এর কোনও গ্যারান্টি দেয়নি। নানা সময় এই দাম পরিবর্তিত হয়ে যায়।

শিক্ষা ঃ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা এবং দরিদ্র ছাত্রীদের স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও কিছু স্কলারশিপ ও অনুদান ভিত্তিক ব্যবস্থা ছাড়া সমস্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই সুযোগ তৈরি হয়নি।

বিদ্যুৎ ঃ ১০০ টাকায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবস্থা হলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাশুল কমানো হয়নি।

কর্মসংস্থান ঃ প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের চাকরি বা স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার গ্রহণ করেনি। মধ্যপ্রদেশে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকেও বিজেপি সরকার অনুদানভিত্তিক প্রতিশ্রুতিগুলি কিছুটা পালন করলেও কর্মসংস্থান বা স্থায়ী রোজগারের সুযোগ তৈরির মতো কোনও ব্যবস্থা করেনি।

তাদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বা দায়সারা ভাবে কিছু অনুদানেই দায়িত্ব শেষ করার রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গে এলে পাল্টে যাবে, নাকি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে এটাই আজ মানুষের প্রশ্ন।

সমাজের অর্ধেক আকাশের মুক্তি আজও বহু দূর

ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমার শেষে সর্বংসহা বটগাছের মতো দৃঢ় মেয়েটি, নীতা যার নাম, যার জীবনের সার্থকতা যেন সকলের জন্য নিজেকে একটু একটু করে নিভিয়ে ফেলার মধ্যেই, দাদার সামনে নিজের শেষ বাঁধনটুকু আলগা করে ফেলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল— "দাদা আমি বাঁচতে চাই"। সেলুলয়েডের সেই অমর দৃশ্যায়নের পর ৮৫ বছর ধরে ভারতবর্ষে এই বিতর্ক চলছেই যে নীতারা কি বাঁচল? এ দেশ কি নীতাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারল? টিভির পর্দা থেকে সংসদে নারী সুরক্ষা ও স্বাধীনতা বহুচর্চিত বিষয়। সাম্যের ভোরের অভিযাত্রীরা সূর্যের আলোর প্রথম রেখাটুকু থেকে এখনও কত দূরে? প্রশ্ন অনেক।

বৈষম্যের অর্থনীতি ও সুরক্ষার অভাব

পরিসংখ্যান বলছে, মেয়েদের একটা অংশ আগের তুলনায় অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যোগদান বেড়েছে। ২০২২ সালে দেশের কর্মক্ষম মহিলাদের ৩৩.৯ শতাংশ কর্মরত ছিলেন। ২০২৫ সালে তা বেড়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। গ্রাম্য মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৩৭.৫ শতাংশ থেকে ৪৫.৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিসংখ্যান আশাপ্রদ হলেও কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। ২০১৯ সালে মহারাষ্ট্রের বিদ জেলায় এ যাবৎ ৩০ হাজার মহিলা শ্রমিক অপারেশন করিয়ে জরায়ু কেটে বাদ দিয়েছেন— এমন একটি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পেশ করা হয়। জানা যায়, মাসের সাত দিন পিরিয়ড চললে তাঁরা কাজ করতে পারেন না, তাই এমন সিদ্ধান্ত। অভাবের সংসারে গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন বাকি সবকিছু এমনকি স্বাস্থ্য, মানবাধিকার নেহাতই বিলাসিতা। নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে, প্রতি ১০০০ ছেলের বিপরীতে মাত্র ৯২৯ মেয়ে জন্মায়। বেসরকারি ক্ষেত্রে গ্রামে একজন পুরুষ শ্রমিক দিনে ৪৩৫ টাকা পান। মহিলারা পান মাত্র ৩০৫ টাকা। ফারাক প্রায় ৩০ শতাংশ। শহরাঞ্চলে পুরুষরা পান দিনে ৫৫২ টাকা মজুরি। সেখানে মহিলারা পান মাত্র ৩৬৩ টাকা। মহিলারা দিনে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা মজুরিবিহীন শ্রম করেন। ২০২৫ সালে পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, শহরের তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে বেকারত্বের হার যথাক্রমে ১৮.৯ শতাংশ এবং ১১.৮ শতাংশ। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৯-'২১ অনুযায়ী, ভারতে ১৮-৪৯ বছর বয়সী বিবাহিত নারীদের মধ্যে প্রায় ২৯ শতাংশ নারী জীবনে অন্তত একবার স্বামীর দ্বারা শারীরিক, মানসিক বা যৌন হিংসার শিকার হয়েছেন। ভারতে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা রোধে আইন রয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, বহু প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি নেই। অভিযোগ করলে চাকরি হারানোর ভয় থাকে। বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রায় অনুপস্থিত।

বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক বিড়ম্বনা

দেশ জুড়ে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব বা বিশ্ববাংলার চোখ ধাঁধানো আতিশয্যে নারী নিরাপত্তা রীতিমতো শেষের সারিতে চলে গেছে। দেশের হৃৎপিণ্ডে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে চলা নির্ভয়া থেকে অভয়া, কাঠুয়া থেকে হাথরাস হত্যাকাণ্ড আদতেই হিমশৈলের চূড়ামাত্র। ২০২২ সালে ভারতে ৩১,৬৭৭টি ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৮৭টি ধর্ষণ। প্রতি ঘণ্টায় ৪টি ধর্ষণ। অপরিচিত রাস্তার আততায়ীদের থেকে কোনও দিক থেকেই পিছিয়ে নেই মেয়েদের পরিচিত মানুষজনেরা। এই জাতীয় ঘটনায় প্রায়শই একটা কুতর্ক ওঠে। সরকার পক্ষের লোকজন বলার চেষ্টা করেন, প্রশাসন কি সবসময় পাহারা দেবে? মেয়েরা সাবধান হবে না কেন? নির্যাতনের দায় নির্যাতিতার উপরেই চাপিয়ে দিয়ে সামাজিক রাজনৈতিক দায় থেকে মুক্ত হওয়ার এ এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। যাকে প্রায় ধূলিসাৎ করে দিয়ে জাতীয় পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ২০২২ সালে ধর্ষণ মামলায় শাস্তির হার ছিল প্রায় ২৫-২৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ৪টি মামলার মধ্যে প্রায় ৩টিতে দোষীদের শাস্তি হয়নি। ২০২২ সালে প্রায় ৭৪ শতাংশ মামলায় অভিযুক্ত খালাস হয়ে গেছে। যার মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে অভিযুক্তের প্রভাবশালী যোগ। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের তত্ত্বাবধানে নির্যাতিতা এবং তার পরিবারের উপরে বীভৎস আক্রমণ আমরা ভুলে যাইনি। যেমন ভুলে যাইনি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণের অভিযুক্তরা ছাড়া পেলে তাদের রীতিমতো সংবর্ধনা দিয়ে মিছিল করার কুৎসিত দৃষ্টান্তগুলি। ধর্ষণের ঘটনার পরে পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর 'ছোট ঘটনা', 'কেন ওখানে গিয়েছিল?'— ইত্যাদি মন্তব্য থেকে সম্প্রতি অভয়া কাণ্ডে প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের বাঁচানোর মরিয়া প্রচেষ্টা, আন্দোলনকারীদের উপরে নেওয়া প্রতিশোধ, দলীয় রাজনীতির গোলকধাঁধায় কলকাতা পুলিশ-সিবিআই কেউই এখনও ন্যায়বিচার দেয়নি— এও জনমানসে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে।

মুক্তি কোন পথে?

নারী স্বাধীনতা কোনও দয়ার দান নয়। এটি একটি নাগরিক অধিকার। সমাজের মনন না পাল্টালে নারী কখনওই স্বাধীন হতে পারে না। কোনও আইন, কোনও কড়া শাস্তি, কোনও সংরক্ষণ, কোনও ভাতার রাজত্ব নিশ্চিত করতে পারে না আমাদের সহনাগরিক মেয়েরা বাড়ি বা রাস্তা বা কর্মস্থলে সুরক্ষায়, সম অধিকারে, সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবেন কি না। তা অনেকটাই নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র সামাজিক আন্দোলন। একের পর এক আন্দোলনের ধাক্কায় এই ঘুণধরা সমাজের চৈতন্য জাগে। জীবনে মূল্যবোধ আসে। পুরুষের বিবেক উদয় হয়। সরকার-প্রশাসন নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়। সুরক্ষিত হয় নারী। উনিশের শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সের সাফ্রাজেটে শুরু হওয়া নারীমুক্তি আন্দোলন নারীর ভোটাধিকার ছিনিয়ে আনতে পেরেছিল পথে নেমে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। আজকের অভয়া আন্দোলনও যতটা অধিকার ছিনিয়ে আনতে পেরেছে তাও আন্দোলনের রেশ ধরেই, শুধু সেমিনারের আলোচনা দিয়ে নয়, নারী স্বাধীনতার নামে চরমতম ব্যক্তিবাদ, ভোগবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে নয়। বরং সামাজিক আন্দোলনের সাথে জুড়ে থেকে বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই রয়েছে নারীমুক্তির প্রকৃত দিশা। ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনীতি যত দিন না মূল্যবোধের রাজনীতিতে পরিণত হচ্ছে, তত দিন সাম্যের ভোর অলীক স্বপ্নমাত্র। এই সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ এমন সব মানুষ তৈরি করছে, যারা আলোর নিচে দাঁড়িয়েও অন্ধকারকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। সেই সব বাঁধন মুক্ত হয়ে একজন নারী একদিন ক্ষুদ্রতার গণ্ডি পেরিয়ে এ বিশ্বের সার্বজনীন হয়ে বলতে পেরেছিলেন, 'তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ'। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' আমরা তাকে মৃণাল, এক সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেজবউ বলে চিনেছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 38 Bengali Weekly May 22, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

হাওড়া, শিয়ালদা সহ রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৭ মে এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রেল স্টেশনগুলিতে হকার উচ্ছেদ শুরু করেছে। হাওড়া, শিয়ালদা সহ বহু স্টেশনে হাজার হাজার হকারকে উচ্ছেদ করে তাঁদের জীবিকার ওপর চরম আঘাত নামিয়ে এনেছে নব নির্বাচিত রাজ্য সরকার। হকার উচ্ছেদে বুলডোজারও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের দাবি উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া কোনও হকারকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

ভোট শেষ হতেই তেলের দামবৃদ্ধি

পাঁচের পাতার পর

হাজার কোটি টাকার মধ্যে ওঠানামা করেছে। ২০২১-’২২ সালের পর থেকে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মুনাফা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-’২৬ অর্থবছরে হয়েছে ৯৫ হাজার ৬১০ কোটি টাকা। নায়ারা এনার্জির সর্বশেষ প্রতিবেদনে মুনাফা ছিল ৬০৭৯.৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কোনও ক্ষেত্রেই লোকসানের কোনও তথ্য নেই। অথচ তেল কোম্পানির মালিকদের ব্যথায় কাতর তেলমন্ত্রীর বক্তব্য— ‘কতদিন আর তেল সংস্থাগুলি লোকসানের বোঝা নিতে পারে? একটা সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে।’ তাঁরা যে ধনকুবের মালিকদের স্বার্থ দেখার ঠিকা নিয়ে সরকারে বসেছেন, এই বক্তব্যে তা স্পষ্ট। তাই সিদ্ধান্তটা তাঁদের হয়েই নিয়েছেন।

আর একটি বিষয় তাঁরা জনসমক্ষে আনতে চাইছেন না। ২০২৬-এর ৬ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তার জ্বালানি তেল কেনা ভারত সরকারকে বন্ধ করতে হবে। আদানি, আম্বানি, টাটা, মিত্তালদের মতো ধনকুবেরদের মুনাফার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকার কাছে মাথা নত করে এই শর্ত মেনে নিয়েছে ভারত। এখন তাই আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে চড়া দামে তেল আমদানি বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে সরকার। আমদানি খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই গোটা পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? সরকারের বিদেশনীতি। তা হলে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে এর সমস্ত দায়ভার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন? তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে আনুপাতিক হারে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আবারও বাড়বে। ক্ষুদ্র শিল্প, ছোটখাটো ব্যবসা মার খাবে। এমনিতেই দেশে বিপুল বেকার বাহিনী। সেই সংখ্যা লাফিয়ে আরও বাড়বে। সরকার জনগণের কথা সামান্যতম চিন্তা করলেও চূড়ান্ত জনবিরোধী এ সিদ্ধান্ত নিতে পারত না।

হ্যাঁ এ কথা ঠিক, যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান। হরমুজ প্রণালী, বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্বালানি করিডর বন্ধ। বিশ্ব জুড়ে অপরিশোধিত তেলের দাম, পরিবহণ ও বিমার খরচ বেড়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের তো কঠিন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার কথা ছিল। সরকার যদি সত্যিই জনস্বার্থে কাজ করত, তবে কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিকল্প পথের সন্ধানও করতে পারত। জনসাধারণের ঘাড়েই সমস্ত আর্থিক ভার চাপিয়ে না দিয়ে বছরের পর বছর ধরে যারা সরকারি আনুকূল্যে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছে, সেই ধনকুবেরদের ওপর বাড়তি ট্যাক্স ধার্য করতে পারত। আরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেত। কিন্তু সে সব কিছুর মধ্যে তাঁরা গেলেনই না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সহজ সমাধান হল মূল্যবৃদ্ধি। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার তা হলে কাদের স্বার্থে কাজ করছে? বিজেপিকে এই মুহূর্তে পুঁজিপতি শ্রেণি সবচেয়ে ভরসাযোগ্য দল বলে মনে করছে। দেশের মানুষ ধুঁকছে তাতে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের কোনও হেলদোল নেই, মালিকদের লাভ কেন আরও কিছুটা বাড়ছে না, এই হয়েছে তাদের মাথাব্যথার কারণ। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের তেল মন্ত্রক, অর্থ মন্ত্রক, বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা সব এক সুরে তেলের দাম বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি করেছেন।

এই শ্বাসরোধকারী ব্যবস্থা থেকে মুক্তির পথ কি নেই? আছে। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনসাধারণের ঐক্য গড়ে তুলে এমন শক্তিশালী গণআন্দোলনের অভিঘাত তৈরি করা দরকার যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিকল্প রাস্তা খুঁজতে বাধ্য হয়।

পেট্রল-ডিজেল রান্নার গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় কর্নেল চৌমূহনি মোড়ে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর বিক্ষোভ। ১৫ মে

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে সরকারি বাসের সংখ্যা বাড়াতে হবে

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পাল্টেছে। মানুষ নতুন আশা, ভরসায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। সে স্বপ্ন কতটা পূরণ বা বাস্তবায়িত হবে সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন সরকারি বাসে মেয়েরা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, অফিসে, আদালতে, খুচরো ব্যবসায়, স্কুলে-কলেজে সর্বত্র মহিলাদের যাতায়াত অনিবার্য ভাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে।

সেই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর এমন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তিনি নিশ্চয়ই আগামী দিনে মহিলাদের সুরক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষান্তে কাজ ইত্যাদির দিকে নজর দেবেন। সে ক্ষেত্রে অবাধে যাতায়াতের সুবিধা সমাজের স্বার্থে তাদের শ্রমকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রাজ্যে সরকারি বাস প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। যেটুকু চলাচল করে, তা মূলত দূরপাল্লার। কলকাতা শহরে নানা কাজে বিপুল সংখ্যক মেয়েদের যাতায়াত করতে হয়। অথচ শহরে চলাচলের কোনও সরকারি বাস ব্যবস্থা নেই।

রাষ্ট্রায়ত্ত বেশ কিছু সংস্থার বাস একসময়ে যেমন মহানগরীর মানুষকে ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যাতায়াতের নিশ্চয়তা দিত, তেমনই মফঃস্বল এলাকাতেও বহু সরকারি বাস চলত। সিপিএম শাসনে সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে সরকারি পরিবহণের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। উল্লেখ্য, সে সময় পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।

পরিবহণের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে বাস্তবে বেসরকারি মালিকদের মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁর সদুদ্দেশ্য পালনে আন্তরিক হন, তা হলে অবিলম্বে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে ফিরিয়ে আনবেন। হয়ত শুভেন্দুবাবুদের এমন পরিকল্পনাই রয়েছে। না হলে তাঁর এই ঘোষণাটি দাঁড়াবে সোনার পাথরবাটির সমতুল্য। ঘোষণাই সার হবে। কাজের কাজ বা সুফল কিছু আসবে না।

নারী নির্যাতন ঃ দিল্লিতে ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ

১৭ মে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন এবং অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন-এর দিল্লি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে দিল্লির কোন্ডলিতে এক প্রতিবাদী মিছিল ও সভার আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি দিল্লির সরস্বতী বিহার ও জনকপুরীতে ঘটে যাওয়া নৃশংস ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল। মিছিলটি আম্বেদকর পার্ক থেকে শুরু হয়ে কোন্ডলি মোড়ে এসে শেষ হয়।

রাজস্থানে গণধর্ষণ। দোষীদের শাস্তির দাবি

একের পাতার পর

ছোট বোন পুলিশের কাছে ধর্ষকদের নাম দিয়ে অভিযোগ জানায়। পুলিশ কিছুই করেনি এবং তার পর শুরু হয় ছোট বোনের ওপর অত্যাচার। তাকে হুমকি দেওয়া হয় যে, সে মুখ বন্ধ না রাখলে তাঁর দিদির ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আনা হবে। মেয়েটি আবার পুলিশের কাছে গিয়ে কাতর আবেদন জানান যে, এই অপরাধীদের গ্রেফতার না করলে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবেন। তা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি এবং ওই দুষ্কৃতীরা মেয়েটির ওপর অত্যাচার চালিয়ে গেছে। অসহায় মেয়েটি শেষপর্যন্ত বড় বোনের পথেই যেতে বাধ্য হন এবং গত ১৫ মে আত্মহত্যা করেন। এই সময়ের মধ্যে দিল্লির বুকেও নির্ভয়ার ভয়াবহ ধর্ষণকাণ্ডের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অন্যান্য রাজ্যও ব্যতিক্রম নয়। প্রধানমন্ত্রী যখন নিয়মিত ‘বেটি বাঁচাও’ নিয়ে ঢাকঢোল পেটাচ্ছেন, সেই সময়েই বিজেপি শাসিত ভারতে এই সমস্ত ঘটনায় অপরাধীরা দিনের পর দিন পার পেয়ে যাচ্ছে।

শাসক দলের নেতারা নিজেদের পবিত্র সনাতনী হিন্দুধর্মের এক-একজন ধ্বজাধারী বলে দাবি করেন। এই কি তাদের সেই প্রবল মহিমান্বিত সনাতন ধর্ম, যেখানে তরুণী মেয়েদের নিয়মিত যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়? এই বীভৎস ঘটনার এবং পুলিশ-প্রশাসনের নীরবতার নিন্দা করার জন্য কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়।

আমরা জনসাধারণকে, এই ধরনের জঘন্য অপরাধ বন্ধ করার এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

Editor : Amitava Chatterjee ▪ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ▪ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ▪ Phone: 9433451998, 9432889347 ▪ E-mail: ganadabi@gmail.com ▪ Web: https://ganadabi.com